OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 83 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 83 - 88
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ইকো পোয়েট্রির ভাবনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ছায়ার জন্য’ কবিতাটির পর্যালোচনা

প্রেমাঙ্কুর মিশ্র
শিক্ষক, প্রফেসর সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজ
Email ID : premankurmisra@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
eco poetry, nature, relationship, environment, humanity, Rhetoric, language.

Abstract
There are several genres of modern Bengali poetry. One of these genres is eco poetry. The genre is a recent and very popular contemporary genre in the world of Bengali poetry. Eco poetry establishes a link between literature and sensual nature in general. The main theme of Eco poetry is a deep interrelationship between nature and man and man and nature, which is built with respect, love, compassion, humanity, intimacy. Eco poetry carries the message of protecting the environment. Ecocriticism and eco-poetry are literary genres that are inextricably linked. The term ecocriticism was first used by writer William Rueckert, in his 'Literary and ecology : an experiment in the ecocriticism! in the essay. Cheryll Glotfelty (Cheryl Glotfelty) in her Eco-critic Reader The Landmark in Literary Ecology' book defines ecocriticism as- "Eco critic Reader is the study of relationship between literature and the physical environment." Eco-poetry is the result of mutual interaction of literature with nature, environment, animals, birds, people. Although nature is at the center of this poem, the purpose of the poems is not to show the beauty of nature, but to rescue nature from danger.

Eco poetry is environmentalist literary theory. The presence of environment can be observed in every branch of world literature, Indian literature and above all Bengali literature. The creation of the naturalistic works of Bengali literature is the original form of the Bengali language during the era of Charyapa creation. In the modern era, this environmentalist literature writing trend is much more. In every genre of Bengali literature, the practice of environmentalist or nature-dharmic writing is going on in short stories, novels, poems, essays. In the real life of man and in the field of literature, nature is situated in such a place that no composition is possible without it.Various aspects of nature and environment have come up in the writings of many poets of the present generation in poetry. Jeebananda Das's 'banglar mukh ami dekhiyachi' Sukanta Bhattacharya's 'Agaami' Shakti Chatterjee's 'Ami Dekhi' Amiyo Chakraborty's 'Gach' Sunil Gangopadhyay's 'Chhayar Janno'. In the poems, the environmental thought has emerged. However, to review the subject

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 83 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

of eco-poetry, we have selected Sunil Gangopadhyay's 'Chhayar Janno' in this case.

In Alom poetry, Sunil Gangopadhyay's environmental thinking has been expressed so flawlessly, he has found such novelty in the skill of choosing the subject of language and rhetoric that he will be unforgettable to the reader in the world of Bengali eco-poetry and the entire Bengali poetry.

Discussion

আধুনিক বাংলা কবিতার একাধিক ধারা রয়েছে। এর মধ্যে একটি অন্যতম ধারা ইকো কবিতা। ধারাটি বাংলা কবিতার জগতে সাম্প্রতিক ও অত্যন্ত জনপ্রিয় যুগোপযোগী একটি ধারা। ইকো কবিতা সাধারণভাবে সাহিত্য ও ইন্দ্রিয়গাহ্য প্রকৃতির মাঝে এক সংযোগসূত্র স্থাপন করে। ইকো কবিতার মূল বিষয় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এক গভীর পারস্পরিক সম্পর্ক, যা একাধারে শ্রদ্ধা, মায়া, মমতা, মানবিকতা, অন্তরঙ্গতা দিয়ে নির্মিত। ইকো কবিতায় পরিবেশ রক্ষার বার্তা বহন করে। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। একদিকে মানুষ বিজ্ঞান ও আধুনিকতাকে হাতিয়ার করে বাড়ি-ঘর, প্রাসাদ-অট্টালিকা, কলকারখানা নির্মাণ, সড়কপথ নির্মাণ, রেল পথ নির্মাণ করছে অন্যদিকে অরণ্য নিধন, বৃক্ষ ছেদন, নদীর গতি পরিবর্তন, পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি, জলাশয় বুজানোর মতো পরিবেশের ভারসাম্য নষ্টকারী কাজগুলো করে চলেছে। ফলে গ্রামীণ সভ্যতার বিনাশ, জল দূষণ, মৃত্তিকা দূষণ, বায়ু দূষণ, অরণ্য দূষণ সর্বোপরি পরিবেশ দূষণের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় বেড়ে চলেছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই ইকো কবিতাগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে ইকো কবিতা বিষয়টি সরাসরি সাহিত্যে প্রবেশ করেনি। প্রবেশ করেছে ইকোক্রিটিসিজম হাত ধরে। ইকোক্রিটিসিজম অর্থাৎ পরিবেশ সমালোচনা সাহিত্য। একে ইকো কবিতার বড় সহোদর বা সহোদরা বলা যেতে পারে। আনুষ্ঠানিকভাবে ইকো কবিতার যাত্রা শুরু হয়েছে বিংশ শতকের আটের দশকে। তবে এর সার্থক জাগরণ শুরু হয় নয় দশকে।

ইকোক্রিটিসিজম ও ইকো পোয়েট্রি এমন সব সাহিত্য ধারা, যারা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। উভয়ই বর্তমানে পরিবেশের ভয়াবহতাকে সামনে রেখে তাদের মূল বার্তা প্রদান করে। এক্ষেত্রে যা ইকোক্রিটিসিজম সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্য তাই ইকো পোয়েটির সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে সমানভাবে প্রযোজ্য। ইকোক্রিটিসিজম শব্দটি সর্বপ্রথম লেখক উইলিয়াম রুয়েকার্ট ব্যবহার করেন, তাঁর 'Liteary and ecology : an experiment in the ecocritisisom' ('সাহিত্য ও পরিবেশ বিদ্যা: পরিবেশ সমালোচনার একটি পরীক্ষা') প্রবন্ধে। Cheryll Glotfelty (চেরিল গ্লোটফেলটি) তাঁর 'Ecocriticism Reader The Landmark in Literary Ecology' গ্রন্থে ইকোক্রিটিসিজমকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এই ভাবে –

> "Eco criticism Reader is the study of relationship between literature and the physical environment."[১]

অর্থাৎ ইকোক্রিটিসিজম বলতে বোঝায় সাহিত্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবেশের মধ্যে আন্ত: সম্পর্কীয় চর্চা।

ইকো কবিতা প্রকৃতি, পরিবেশ, পশু, পাখি, মানুষের সঙ্গে সাহিত্যের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কের পরিনাম। এই কবিতার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রকৃতির অবস্থান করলেও প্রকৃতির নান্দনিকতা ফুটিয়ে তোলা কবিতা গুলোর উদ্দেশ্য নয় বরং প্রকৃতিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করায় এর মূল উদ্দেশ্যে।

ইকো কবিতা হল পরিবেশবাদী সাহিত্য তত্ত্ব। বিশ্ব সাহিত্য, ভারতীয় সাহিত্য সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় পরিবেশের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতিবাদী রচনাগুলোর সৃষ্টি বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ সৃষ্টির যুগে। ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাসের যুগে কালিদাসের রচনার মধ্যে প্রকৃতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কালিদাসের মেঘদুত, রঘুবংশম অসাধারণ সব প্রকৃতিবাদী রচনা। এমনকি বৈদিক সাহিত্যেও প্রকৃতির যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সেই যুগে বিশ্বপ্রকৃতি দেবতা রূপে পূজিত হত। সে যুগের পন্ডিতদের ধারণা ছিল প্রকৃতি মানুষের জীবন

যাপনের চালিকাশক্তি। বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদের হাত ধরে যে প্রকৃতি প্রীতি যাত্রা শুরু মধ্যযুগীয় সেই ধারা সমানভাবে অব্যাহত ছিল। মধ্যযুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী এমনকি মুসলিম সাহিত্যেতে প্রকৃতির সচেতন উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। চর্যাপদের বহু পদ প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। টেণ্ডন পা, কাহ্ন পা, ডোম্বী পা বৌদ্ধ তান্ত্রিক সহজিয়া ধর্মমত প্রচার করতে গিয়ে অনেক পদে প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন। চর্যাপদের ১ নং, ৫ নং, ২৮ নং, এবং ৫০ নং পদে পদকর্তারা বৌদ্ধ সাধন তত্ত্বকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্য পরিস্ফুট করেছেন। মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা রূপ বর্ণনায়, অভিসার যাত্রায় প্রকৃতি ভাবনা উঠে এসেছে বারবার। অনুবাদ সাহিত্য মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে গিরি গোবর্ধবনের বর্ণনা, গোবর্ধনের পূজা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি পরিবেশের অপরূপ রূপ বর্ননা করেছেন। কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণেও রামচন্দ্র বনবাস যাপনকালে পরিবেশের অনুপম রূপ লাবন্যের বর্ণনা রয়েছে। ময়মনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালায় প্রকৃতি প্রসঙ্গে এসেছে একাধিকবার। এই প্রসঙ্গে মুহুয়া পালার পার্বত্য প্রদেশের প্রকৃতি বর্ণনার কথা উল্লেখ করতে হয়। ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রকৃতি বর্ণনা ছিল লক্ষ্য করার মত। এই কাব্যের বর্ণনায় জীববৈচিত্র সংরক্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে পরিবেশের গাছপালা ও অন্যান্য জীব একত্রে বসবাসের পরিকল্পনা আছে। মঙ্গল কাব্যের মধ্যে এক শক্তিশালী রচনা চন্ডীমঙ্গল। চন্ডীমঙ্গলের গুজরাট নগরীর পত্তন অরণ্য নিধর করে হয়েছে যার মধ্যে বর্তমান অরণ্য ধ্বংসের কথা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। আধুনিক যুগে এই পরিবেশবাদী সাহিত্য রচনা প্রবণতা আরো অনেক বেশি। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি ধারায় ছোটগল্প উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধে পরিবেশবাদী বা প্রকৃতিধর্মী লেখার চর্চা চলছে। মানুষের বাস্তব জীবনে ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃতি এমন এক জায়গায় অবস্থিত, যে তাকে বাদ দিয়ে কোন রচনা সম্ভব নয়।যেকোনো দেশের সাহিত্যে পরিবেশ ভাবনা ফুটে ওঠার স্বাভাবিক কারণ শিল্পী সাহিত্যিক কেউই পরিবেশ বিচ্ছিন্ন নয় পরিবেশের মধ্যেই তাদের জন্মগ্রহণ করা, বেড়ে ওঠা এবং জীবনের অন্তিমে আবার পরিবেশের মধ্যেই লীন হয়ে যাওয়া।

বাংলা সাহিত্যে ইকোক্রিটিসিজম বা ইকো কবিতার ধারণা গুলো অভিনব। কিন্তু এই ধারণা গুলো জন্ম নেওয়ার বহু পূর্বে বাংলা সাহিত্যে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনায় পরিবেশবাদী চেতনা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয়। তাঁর 'জাপান-যাত্রীর পত্র', 'পল্লী প্রকৃতি', 'বনবাণী', 'বলাই', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'দুই পাখি', 'প্রশ্ন' প্রভৃতি রচনায় পরিবেশ সচেতনতা এসেছে খুব সচেতনভাবেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্যক', 'ইছামতি', অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' ইত্যাদি উপন্যাসে পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগের কথা রয়েছে। আবার অন্যদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিল্পীরা আভাস ইঙ্গিতে সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। এছাড়াও প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, কিন্নর রায়, মনোজ বসু, দেবেশ রায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অনিল ঘড়াই, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অভিজিৎ সেন প্রমুখ কথা সাহিত্যিকদের অনেক লেখায় প্রকৃতি ও পরিবেশ নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। শুধু কথাসাহিত্য নয় কাব্যসাহিত্যে বর্তমান প্রজন্মের অনেক কবির লেখায় প্রকৃতি এবং পরিবেশের বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। জীবনানন্দ দাশের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি', সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আগামী', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'আমি দেখি', অমিয় চক্রবর্তীর 'গাছ', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছায়ার জন্য' কবিতাগুলোয় পরিবেশ ভাবনা ফুটে উঠেছে। তবে ইকো কবিতা বিষয়টি পর্যালোচনা করবার জন্য আমরা এ ক্ষেত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'ছায়ার জন্য' কবিতাটি নির্বাচন করেছি।

সহজ ভাবে সহজ কথার কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। জগত জীবন সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবধর্মী মন মানসিকতায় তাঁর কাব্য লেখার প্রেরণা। তিনি ছিলেন একজন যথার্থ প্রকৃতিপ্রেমিক। প্রকৃতির মাঝে বসে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করায়, প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করেছেন এক জৈবিক সত্তা। তার বেশিরভাগ কবিতায় আত্ম স্বীকারোক্তি অর্থাৎ কবি যেন নিজে উপস্থিত থেকেছেন কবিতার মধ্যে, প্রকৃতি গভীরভাবে তার কবিতাকে প্রভাবিত করেছে। প্রকৃতির মধ্যেও কবি যেন স্বয়ং বসে রয়েছেন, কলকাতা নগরের রূপ তার কবিতায় উপস্থিত, এইসব নাগরিক মনণঋদ্ধ কবিতায় হিংস্রতার জন্য অনুতাপ ব্যক্ত হয়েছে। কলকাতার ব্যস্ত পরিবেশ এবং গ্রাম বাংলার প্রকৃতি এই দুটি পর্যায়ে তিনি জীবনকে দেখেছেন দুটি ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়ে। তারই বাস্তব ছায়া পড়েছে কবিতাগুলোর মধ্যে। ২১ ভাদ্র ১৩৪১ বঙ্গাব্দে (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪)

বর্তমানে বাংলাদেশের মাইজপাড়া গ্রামের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মীরা দেবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। এ যুগের তিনি একজন খ্যাতনামা জনপ্রিয় সাহিত্যিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম. এ পাস। 'দেশ' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। ভ্রমণ তার নেশা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরেছেন এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সাহিত্যের সকল শাখাতেই তিনি সমান পারদর্শিতা নিয়ে বিচরণ করেছেন। ১৯৫৩ সালে তিনি কৃত্তিবাস নামে একটি কবিতা পত্র প্রকাশ করেন। ওই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তিনি। তার সাহিত্যে অসামান্য আবদানের জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার এর মত সম্মানীর বিভিন্ন উপাধি ও পুরস্কার পেয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল - প্রাণ, প্রকৃতি, প্রেম, নস্টালজিয়া এবং প্রচন্ড গতিবেগ। যা জীবনীশক্তিতে ভরপুর। তার যেকোনো কবিতায় দুর্বার গতি সম্পন্ন। সমালোচকের মতে –

> "সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জীবন প্রেমিক কবি বলেই তার কবিতায় প্রেমিক আত্মার আর্তনাদ শুনতে পাওয়া যায়। জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি সত্যের অনুসন্ধান করেন। তার কবিতার শব্দের অভিধা আর লক্ষ্যনাতেই বন্দি থাকেনি- ভাবের ঔৎসুক্যে ব্যঞ্জন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।"[২]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছায়ার জন্য' কবিতাতে আত্মস্বীকৃতি ও আমীত্ব ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কবিতায় কবি শুধু সশরীরে উপস্থিত থাকেননি, যদি কোন অপরাধ বা পাপ করে থাকেন তবে তিনি সেই অপরাধ বা পাপ নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছেন। এই জন্যই কবি নিজেই বলেছিলেন বেশিরভাগ কবিতায় আমি ভীষণভাবে উপস্থিত। ছায়ার জন্য কবিতাটিতে কবির বৃক্ষ এর প্রতি মানবীয় অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাতে বৃক্ষ তার কাছে মানবীয় সত্তা। বৃক্ষের উদারতায়, মহমীয়তায় তিনি মুগ্ধ হয়ে তার বন্দনা করেছেন। কবিতাটির মধ্যে দিয়ে তার দার্শনিকতা বোধ, মননশীলতা প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কবি গাছের থেকে উপকার নিয়েছে, গাছের কাছে সে ঋণী কিন্তু কোনদিন গাছকে সেই ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাননি। যেমন মানুষেরা নির্দ্বিধায় গাছের থেকে উপকার নেই, গাছকে নিজের ইচ্ছামতো কাজে লাগায়, ভোগ করে, কিন্তু কৃতজ্ঞতা জানানোর বেলায় তখন তাদের শব্দ যোগায় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাদের কৃতঘ্ন বলা যেতে পারে। এই কৃতঘ্নতা চেতনা কবির মনে জাগ্রত ছিল বলেই তিনি অরণ্যে গিয়ে প্রতিনিধি স্থানীয় গাছের কাছে তার এবং মানুষের হয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তিনি সমাজের এই কপটতা মর্মে মর্মে অনুভব করে এখন আর স্থির থাকতে পারছেন না। তারই স্বীকারোক্তি স্বরূপ এই কবিতাটির অবতারণা।

"গাছের ছায়ায় বসে বহুদিন কাটিয়েছি
কোনদিন ধন্যবাদ দিইনি বৃক্ষকে।"[৩]

ধন্যবাদ দিতে না পারার জন্য কবি মনে এই অপরাধবোধ তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। আসলে কবি দুহাত ভরে প্রকৃতির দান গ্রহণ করেছেন, বৃক্ষের সুমিষ্ট ছায়া উপভোগ করেছেন, বিনিময় কিছু প্রদান করেননি এই অপরাধের জর্জরিত হয়ে তিনি অরণ্যে গিয়ে ধন্যবাদ দিতে চেয়েছেন।

কবিতায় কবির বিলাপ প্রকাশিত হলেও এখানে শুধুমাত্র কবি নিজের কথাই বলেন নি এখানে তিনি মানব সমাজের প্রতিনিধি চরিত্র। বস্তুত মানব সমাজ প্রকৃতির কাছে বহু দিক দিয়ে ঋণী, তাঁরা যেমন বৃক্ষের ছায়া, ফল ফুল শ্বাস-প্রশ্বাসের গ্রহণ বর্জন, জীবন জীবিকা অর্জন করে কিন্তু প্রতিদান স্বরূপ গাছকে কখনো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেনি, করেনি কখনো ঋণ শিকার। বরং নির্বিচারে নিজের লোভকে চরিতার্থ করার জন্য, স্বার্থকে সিদ্ধি করার জন্য প্রকৃতিকে ধ্বংস করেছে। কবি লিখেছেন-

"বুকের ভিতর ছিল শ্বাস তার পরিক্রমা ঘূর্ণি দুনিয়ায়-
ভূতলে অশুভ শব্দ আঁচের মতন লাগে পাতার বিজন।"[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 83 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বর্তমানে মানব সমাজ বড় ভয়ংকর। আজ অবলীলায় বৃক্ষের নিধন চলছে, চলছে বৃক্ষের ছায়ার ধ্বংস সাধন। বৃক্ষ কোন তুচ্ছ বস্তু নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টি তত্ত্বের কেন্দ্রে সে বিরাজমান। বৃক্ষের অস্তিত্বের উপরে জগতের অস্তিত্ব টিকে রয়েছে অনেক খানি। প্রকৃতির প্রধান উপাদানই বৃক্ষ, এই বৃক্ষই সমস্ত মানুষ ও জীব জগতকে রক্ষা করছে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখছে, প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করছে অথচ মানুষের হাতে আজ সে ধ্বংস হচ্ছে নিদ্বিধায়।

কবির দৃঢ় বিশ্বাস এর ফল হবে মারাত্মক। পৃথিবী হবে উষ্ণ, জীব কূল হবে বিপন্ন। ভূমিকম্প, খরা, পার্বত্য অঞ্চলের ধস এইসব প্রাকৃতিক গোলযোগ তখন নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে উঠবে। প্রকৃতি প্রেমিক কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাই ছায়ার জন্য কবিতায় বৃক্ষ নিধনের ফলস্বরূপ যে প্রকৃতি ধ্বংসের সম্মুখীন হবে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কবিতাটি মানব সমাজের কাছে এক সতর্কতার বাণী হিসেবে ধরা যেতে পারে। আজ এক বিংশ শতকের দাঁড়িয়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং দাপটে গোটা বিশ্ব বিপযস্ত তা আমাদের অজানা নয়।

দার্শনিক কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজেকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে গাছ হত্যাকারী বলে অভিহিত করেছেন। মানব সমাজ তার অদূরদর্শিতার জন্য নিজেকেই নষ্ট করছে। প্রকৃতি আজ ঊষরতায় পূর্ণ, জল বিষাক্ত, বায়ু উত্তপ্ত, মাটি রুক্ষ, শব্দ অশুভ। এখান থেকে মানবকুলকে রক্ষা করার জন্য অরণ্য সৃজন একমাত্র উপায়। এই ধ্বংসের পূর্বে মানুষের প্রকৃতি বৃক্ষ, জল, মাটি, বায়ুকে বন্ধু বলে সম্বোধন করা উচিত। এবং প্রাচীনকালের শ্যামল সবুজ অরণ্যের কাছে প্রার্থনা করা উচিত তারা যেন পূর্বের ন্যায় মানব সভ্যতাকে আবার গ্রহণ করে এবং বিকশিত করে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় পরিবেশ ভাবনা শুধুমাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্যের বর্ণনায় আছে তা নয়, তিনি রীতিমতো পরিবেশ সচেতন পরিবেশবাদী কবি। তাই কবিতাটি বিশ্লেষণ করলেই অনায়াসে বুঝতে পারা যায়। তিনি বর্তমান সমাজের পরিবেশের কঠোরতা বাস্তবতাকে তুলে ধরেন এই কবিতার মধ্য দিয়ে। প্রকৃতি আজ উষ্ণ আসহনীয় হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের জন্য তিনি নিজেকেই দায়ী করেছেন।

তার অকৃতজ্ঞতার জন্য তিনি বৃক্ষের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী এবং তার এই অপরাধ স্বীকার করতে আজ দ্বিধা বা সংকোচ নেই। তিনি বলতে চান -

"তবু শেষবার
পুরানো কালের মত বন্ধু বলে ডাকো।
বল্কল বসন দাও দাও রক্তসিক্ত ফল
দ্বিধাহীন হয়ে একটু শুয়ে থাকি।"[৫]

প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে এই সচেতনতায় 'ছায়ার জন্য' কবিতাটিকে পরিবেশবাদী বা ইকো কবিতা বলে অভিহিত করা হয়। ইকো কবিতা আমরা তাকেই বলবো যার মধ্যে বাস্তুসংস্থান, পরিবেশগত চিন্তা ভাবনা ফুটে ওঠে। 1992 The Association for the study of Literature (A.S.L.E) বলেছেন, যে সাহিত্যে প্রকৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশের ধ্বংসমুখীণতা প্রতিরোধ করার ভাবনা ও যেখানে বিপর্যয়ের নির্দেশে সোচ্চার হবে সেই কবিতাকে আমরা ইকোকবিতা বা পরিবেশ সংক্রান্ত কবিতা বলে অভিহিত করতে পারি।

'ছায়ার জন্য' কবিতার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বৃক্ষ ধ্বংস করার মতো বিষয় ফুটে উঠেছে তেমনি অন্যদিকে মানুষ পৃথিবীকে কিভাবে উষরতার দিকে, রুক্ষতার দিকে, বিপর্যয়ের দিকে টেনে নিয়ে গেছে তা ব্যক্ত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কবি বলেছেন-

"শেষ প্রহরের আগে
এই হত্যাকারীর হাতে শেষবার প্রণাম জানাই।"[৬]

কবিতাটির মধ্যে পরিবেশের বিপন্নতার কথা বলা হয়েছে, তাই কবিতাটিকে ইকো কবিতা বলতে কোন অসুবিধা নেই। এর মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি প্রেমিক কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবেশ সচেতনতা প্রকাশিত হয়েছে। একবিংশ শতকে আধুনিক মনস্ক মানুষের চেতনা জাগ্রত করার জন্য কবিতাটি গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ইকো কবিতা প্রকৃতির সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত যে প্রকৃতিক রক্ষা করার দায়িত্বও তার সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। এই দায়িত্ব সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে পালন করতে হবে, রক্তাক্ত উষর মরু প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য। ইকো কবিতার বিশেষত্ব এখানেই যে, অন্যান্য প্রকৃতি নির্ভর কবিতার মতো প্রকৃতি, পরিবেশ, পাখ পাখালি, প্রাণী, নদী নালা, ঘর বাড়ি, গাছ পালা, পাহাড়-পর্বত ঝর্ণা মরুভূমি ইত্যাদি বিষয় গুলো এই কবিতার মধ্যে থাকলেও সেখানে প্রকৃতির মনোহারি সৌন্দর্যের কবি বা পাঠক ভেসে যান না, বরং প্রকৃতিকে রক্ষা করার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাসনা কাব্যিক ব্যঞ্জনায় বাণী রূপ লাভ করে। আধুনিক জটিল সময়ের অনিবার্য উপজাত হিসেবে ইকো কবিতাগুলোকে ধরা যেতে পারে। প্রতিদিন, প্রতিনিহিত পরিবেশের কোন না কোন পাহাড় কাটা পড়ছে, খাল বিল নদী ভরাট হচ্ছে, সমুদ্র, জলাশয়ের দূষণ ঘটছে, মাংসের জন্য হাজার হাজার পশু পাখির নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, কল কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া পরিবেশকে বিষ করে তুলছে, তখন এই ধরনের স্পর্শকাতর লেখার উদ্ভব হওয়া একটা সামাজিক দায়, নাগরিক কর্তব্য। বর্তমানে বিশ্ব যত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে পরিবেশে তত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে। এর পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে অসাধু ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক মুনাফা, চোরাচালান ও পুঁজিবাদীতার আসক্তি যা প্রকৃতিকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে ঠেলে দিচ্ছে। কবিতাগুলো পরিবেশগত ধ্বংস এবং ইকো তান্ত্রিক ভারসাম্যের কথা বলে। এছাড়াও বিশ্ব উষ্ণয়ন, আবহাওয়া পরিবর্তন, প্রজাতির বিলুপ্তি, আসন্ন পরিবেশগত আশঙ্কার কথা কবিতাগুলো তুলে ধরে। প্রকৃতির সৌন্দর্য বা নান্দনিকতা, আধ্যাত্মিকতা জাগরণ ইত্যাদি অতীতে কবিতার বিষয় ছিল কিন্তু বর্তমানে সমস্যা এতটাই জটিল যে সেখান থেকে কবিদের সরে আসতে হয়েছে বাস্তবতার কাছে। কবি অভিমান কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে। কবিতায় প্রকৃতি এবং মানুষকে কবিরা ঐক্যতার বন্ধনে বাঁচতে চেয়েছেন। প্রকৃতির প্রতি এই সচেতনতা থেকেই প্রকৃতিপ্রেমী একঝাক নতুন কবিদের উদ্ভব ঘটেছে, যারা ইকো কবি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যারা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি একে বাঁচানো বা রক্ষার পিছনে সচেতনভাবে সোচ্চার। ইকোক্রিটিদের দেখানো পথ ধরে আরো সচেতনতা নিয়ে ভালোবাসা, মায়া মমত্ব দিয়ে নতুন ধারার কাব্য আন্দোলন গড়ে তুলেছে। মানব সমাজ একদিন তার ভুল বুঝতে পারবে এবং তখন তারা সচেতন হয়ে ভুল শুধরেও নেবে আশা থেকেই হয়তো এই কবিতাগুলো রচিত।

আলোচ্য কবিতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবেশ ভাবনা এমন অনবদ্য ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, ভাষা ছন্দ অলংকার বিষয় নির্বাচনের দক্ষতায় এমন অভিনবত্ব দেখেছেন যে বাংলার ইকো কবিতা তথা সমগ্র বাংলা কবিতার জগতে তিনি পাঠকের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

Reference:

১. C. Glot felty and H Fromm (eds) : The Ecocriticism Reader:Land Mark's in Literary Ecology, London: University of Georgia press, 1996

২. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রজ্ঞা বিকাশ নয় ৯/ ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭ ০০০ ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ: জুলাই ২০০৮, পৃ. ৫১৫ (কবিতাটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বন্দি জেগে আছো' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা)

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস, ৭ স্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৩

৪. তদেব, পৃ. ৩১

৫. তদেব, পৃ. ৩১

৬. তদেব, পৃ. ৩২